নিবিড় প্রযুক্তিতে ভুট্টা চাষ

System of Maize Intensification

By,

Dr. Kanchan Kumar Bhowmik

Sr. Consultant, MKSP-LKP

Loka Kalyan Parishad

নিবিড় প্রযুক্তিতে ভূট্টা চাষ

(System of Maize Intensifitation)

ভূমিকা

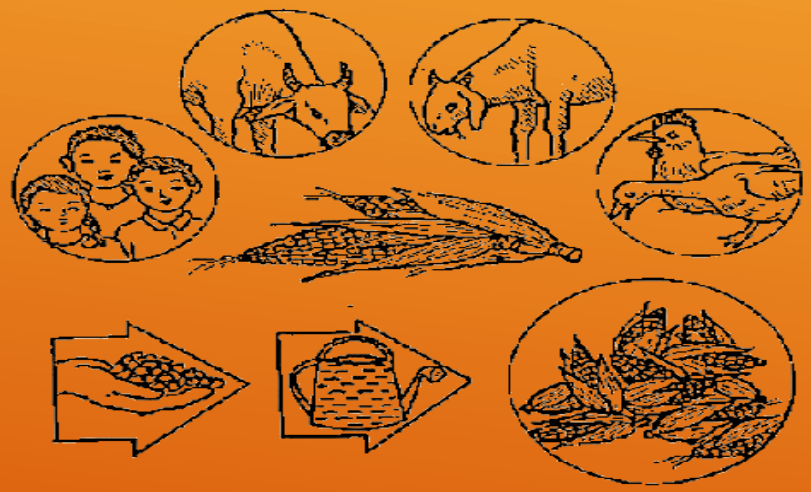

ভুট্টা মানুষের খাদ্য ছাড়াও গবাদি পশু, হাঁস মুরগির খাবারও বটে। উত্তরবঙ্গবাসীদের কাছে জনপ্রিয় দানাশস্য। ভুট্টা, ভুট্টার চাহিদা ও অর্থনীতি দেখে চাষিভাইয়েরা ভুট্টা চাষে এখন ক্রমশ যত্নশীল হচ্ছেন। কৃষকবন্ধু যদি উন্নত প্রযুক্তি System of Maize Intensification (SMI) অবলম্বন করেন, তাহলে তারা অনেকটাই লাভবান হবেন।

উপকার

বীজকম লাগবে। জল কম লাগবে। ফলন বেশি হবে।

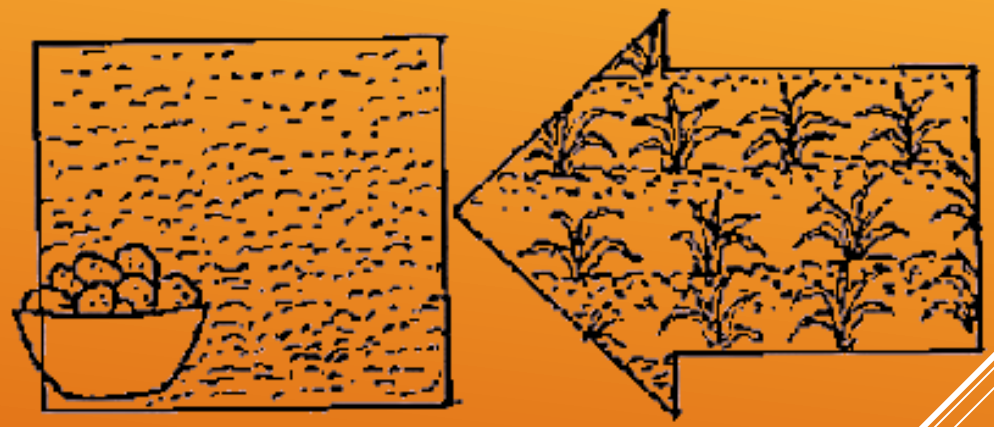

সময়

সারাবছর চাষ করা যায়। গ্রীষ্মে আলু চাষের পর একই জমিতে ভুট্টার চাষ করা যেতে পারে।

বীজের হার

প্রথাগত ভুট্টা চাষে যেখানে বিঘা প্রতি ১০-১২ কেজি ভুট্টা বীজ দরকার হয়। সেখানে System of Maize Intensification (SMI) পদ্ধতিতে বীজ দরকার ৬-৮ কেজি মাত্র।

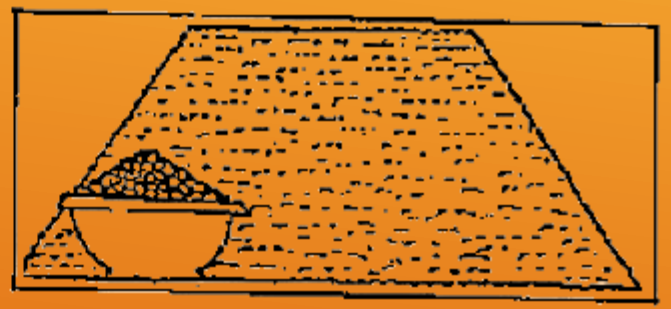

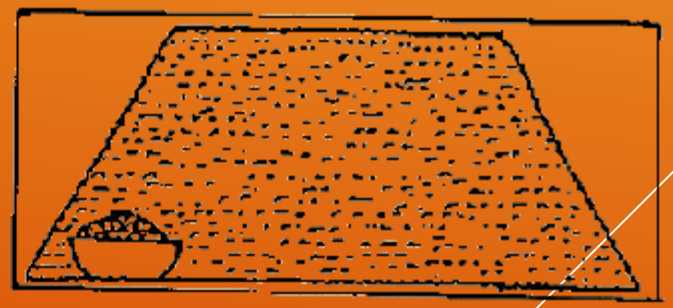

জমি প্রস্তুতি

ভুট্টা চাষের জমি প্রস্তুত করার জন্য জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিয়ে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি দুটি চাষ দিতে হবে। তারপর সুপারিশ মত সার প্রয়োগ করে, মই দিয়ে জমি সমান করতে হবে।

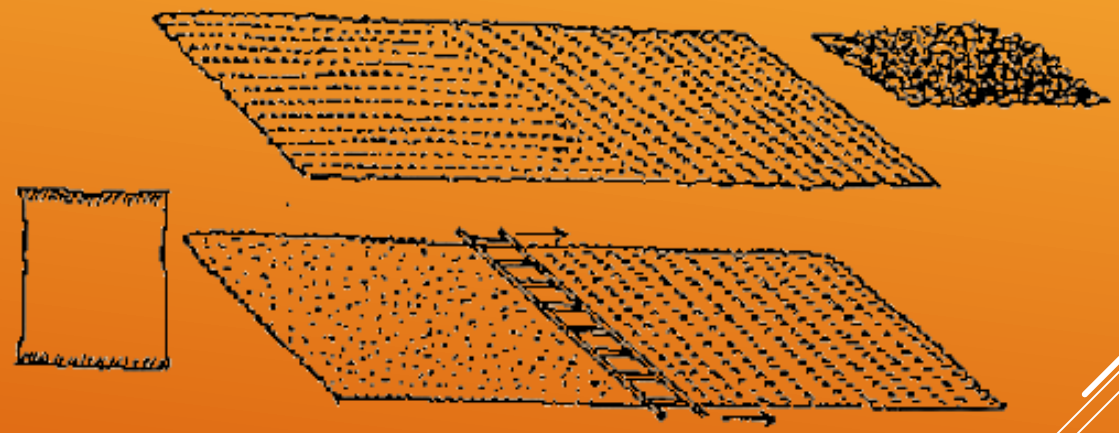

জাত

পশ্চিমবঙ্গে জলদি জাত হিসবে গঙ্গা ৯৫-১০৫ দিনের ফসল। ডেকান, জওহর, বিষাণ, বিজয় নাবিজাত হিসেবে চাষ করা যায়। তবে শঙ্কর জাত চাষ করলে পরবর্তী চাষের জন্য বীজ রাখা যায় না ।

Loka Kalyan Parishad

বীজবাছাই ও শোধন

বীজবাছাই ও শোধন ভুট্টা চাষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বীজবাছাই করে বপন করলে ফসলের উৎপাদন বাড়ে আর শোধন করলে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। বীজের সাথে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি (৪-৫ গ্রাম) মিশিয়ে শোধন করা যায়, অথবা ২-৪ ঘন্টা গোমূত্র জলে ভিজিয়ে। তারপর বীজের সমপরিমাণ কেঁচো সার মিশিয়ে ২-৩ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে পারেন। এরপর বীজগুলি পাত্র থেকে তুলে নিমপাতার ক্বাথ তৈরি করে মিশিয়ে বেঁধে রাখলে ৬-৮ ঘন্টা পর মুখ ফেটে যাবে। তখন লাগানোর উপযোগী হবে। নিমপাতার ক্বাথ মেশানোর ফলে পিঁপড়ের উপদ্রব কম হবে।

Loka Kalyan Parishad

বীজবপন

জমিতে উপযুক্ত আর্দ্রতা (তৈরি মাটি হাতের তালুতে নিয়ে দলা পাকানো যাবে আবার হালকা চাপে বা মাটিতে ফেলে দিলে ঝুরঝুরে হয়ে ভেঙে যাবে এমন অবস্থা থাকা) অবস্থায় মুখ কাটা বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৬-৭ ইঞ্চি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২৬ - ২৭ ইঞ্চি । প্রতি বিঘা জমিতে গড়ে ১০-১২ হাজার বীজ বসবে । তাছাড়া নার্সারিতে চারা তৈরি করে চারপাতা যুক্ত চারা লাগানো যেতে পারে ।

সেচ

ধান গমের তুলনায় ভুট্টা চাষে জল কম লাগে । মাটিতে উপযুক্ত আর্দ্রতা থাকলে বীজ লাগানো যায়। থোড় আসা ও দানা পুষ্ট হওয়ার সময়ে দুটি সেচ দিতে পারলে ভাল হয়। বর্ষাকালে সেচের দরকার হয় না ।

Loka Kalyan Parishad

পরিচর্যা

৬-৮ পাতা হওয়ার সময় দুটি সারির মাঝখানে মাটি কোদাল দিয়ে তুলে বাঁশের দুদিকে দিয়ে গোড়া বেঁধে দিতে হবে। ঘাস হলে নিড়ানি দিতে হবে, ছোট কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা করে দেওয়ার দরকার, যাতে মাটিতে বায়ু চলাচল বাড়ে। তাছাড়া জমি তৈরিতে সুপারিশ মতো সার দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সেচ দেওয়ার আগে বা ভুট্টার গোড়ায় মাটি দেওয়ার আগে চাপান দিলে ফসল ভাল হয়।

উৎপাদন

প্রথাগত পদ্ধতির তুলনায় ভুট্টার উৎপাদন বাড়ে। গাছও লম্বা হয়। এই (SMI) পদ্ধতিতে ভুট্টার চাষ করলে প্রতিটি গাছের সঙ্গে সাথী ফসল হিসেবে লতানে জাতীয় লাফা বা বরবটি চাষ করা যায়। যাতে অধিক লাভ হয়।

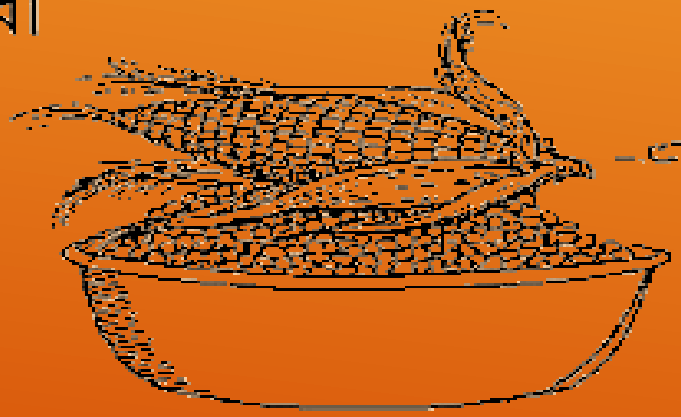

Loka Kalyan Parishad

১ বিঘা জমির আয় ব্যয়ের হিসাব

ব্যয়			আয়		
উপকরণ খরচের বিবরণ	পরিমাণ	মূল্য	উৎপাদন	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
বীজ	৪ কেজি	৩২০	ফসল	৪ কুই.	৫৬০০
সার	১০ কেজি	৮০০	জ্বালানি	১.৫ কুই.	৫০০
সেচ			সাথী ফসল	৭০ কেজি	১৪০০
কীটনাশক			পশুখাদ্য	১০ কেজি	২০০
মজুরি	৮টি	১২০০	অন্যান্য		
অন্যান্য/ জমি তৈরি		৭০০	মোট		৭৭০০
মোট		৩২০০			

নীট লাভ ঃ ৭৭০০–৩২০০ = ৪৫০০ টাকা

Loka Kalyan Parishad